রাজশাহী মেডিকেলে একদিনেই ১০ করোনা রোগীর মৃত্যু

রোববার বিকাল থেকে সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত শুধু রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই মারা গেছে ১০ জন। তারা সবাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মৃতদের মধ্যে আইসিইউতে চারজন, ১৬নং ওয়ার্ডে তিনজন, ২৯নং ওয়ার্ডে একজন, ২২নং ওয়ার্ডে দুজন মারা গেছেন। মৃতদের অধিকাংশই চাঁপাইনবাবঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

এদিকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিট ও আইসিউতে ১৬৮ জন করোনা রোগী ভর্তি আছেন।

উপপরিচালক বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আক্রান্তদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার কিছু অংশে করোনা ব্যাপক আকার নিয়েছে। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

মেহেরপুরে নতুন ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩জন, গাংনীতে ৭ জন এবং মুজিবনগরে ৮ জন রয়েছেন।
রবিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আজ ৪৯টি রিপোর্টের ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ১৮টি পজেটিভ এবং বাকিগুলো নেগেটিভ। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৫ জন। তার মধ্যে সদরে ২৪ জন, গাংনীতে ১৭ জন এবং মুজিবনগরে ১৪ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ২০ জন।

বিস্তারিত আসছে..

লকডাউন শিথিল করল সরকার

দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চলমান সর্বাত্মক (কঠোর) লকডাউন শেষ হচ্ছে আজ। এমতাবস্থায় লকডাউন শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নতুন কিছু শর্ত যোগ করে ৩০ মে মধ্যরাত পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে।

রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন অধিশাখা থেকে স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, আন্তঃজেলাসহ সব যানবাহন চলাচল করবে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে। তবে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে।

হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবার দোকান খুলে দেওয়া হবে। তবে আসন সংখ্যার অর্ধেক সেবাগ্রহীতা সেবাগ্রহণ করতে পারবেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মো. রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে পূর্বের সব বিধিনিষেধ ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২৩ মে মধ্যরাত থেকে আগামী ৩০ মে মধ্যরাত পর্যন্ত এ বিধিনিষেধ আরোপের সময়সীমা বাড়ানো হলো।’

প্রসঙ্গত করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামাল দিতে লকডাউন আরও সাত দিন বাড়িয়ে ৩০ মে পর্যন্ত বহাল রাখার সুপারিশ করেছিল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বিষয়টি শনিবার জানিয়েছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

ফরহাদ হোসেন শনিবার বলেছিলেন, বিধিনিষেধ বাড়বে কিনা- এ রকম কিছুই বলা যাবে না। বিষয়গুলো পর্যালোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দেবেন। এখন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, আমরা অনেক দিন ধরে বিধিনিষেধ চালিয়ে আসছি। সব কিছু চিন্তাভাবনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মার্চের শেষ দিকে দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রথমে ৫ এপ্রিল থেকে সাত দিনের জন্য গণপরিবহন চলাচলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছিল। পরে তা আরও দুদিন বাড়ানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ১৪ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত কঠোর বিধিনিষেধ দিয়ে ‘সর্বাত্মক লকডাউন’ শুরু হয়। সেটি পরে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। পরে আরও তিন দফা লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। সে সময়ে বিধিনিষেধের শর্তেও নানান পরিবর্তন আনা হয়।

সেই মেয়াদ শেষ হবে আজ রোববার মধ্যরাতে।

দেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যু আবার বাড়ল

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টা আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১২ হাজার ৩৪৮ জনে।

এই সময়ে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ১ হাজার ২৮ জন। এ পর্যন্ত দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা ৭ লাখ ৮৭ হাজার ৭২৬ জন।

শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ভারত ফেরত সহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুই জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় দিন দিন বেড়েই চলেছে ভয়াবহ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। এদের মধ্যে একজন ভারত ফেরত।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা.এ এস এম ফতেহ্ আকরাম।

এ সময় তিনি বলেন আলমডাঙ্গার সাকিব উদ্দিন গত ৯ মে বেনাপোন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে আসেন। ১০ তারিখে বেলা আড়াইটার দিকে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১১ তারিখে নমুনা সংগ্রহ করা হলে ১২ তারিখে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। ২১ মে শুক্রবার হাসপাতালের রেড জোনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সাকিব উদ্দিন। ক্যান্সারে আক্রান্তের কারণে তাকে চিকিৎসার জন্য তাকে ভারতে নেয়া হয়েছিল।

এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মদনা গ্রামের আবুল হোসেনকে জ্বর, ঠান্ডা ও স্বাসকষ্ট নিয়ে গত ১৫ মে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি করা হয়। ১৬ তারিখে নমুনা সংগ্রহ করা হলে পরদিন ১৭ মে নমুনা সংগ্রহের রিপোর্ট পজেটিভ আসে। ওইদিনই আবুল হোসেনকে রাখা হয় হাসপাতালের রেডজোনে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোর ৪ টার দিকে মারা যায়।স্বাস্থ্যবিধি মেনেই তাদের দাফণকার্য সম্পন্ন করা হবে বলে জানান তিনি।

অপরদিকে, চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, গতকাল ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গার ৪ উপজেলা থেকে মোট ২১ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় কোন ফলাফল আসে ৩৪ জনের যার মধ্যে ৩ জন করোনা আক্রান্ত। আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ১ জন এবং জীবননগর উপজেলার ২ জন বাসিন্দা।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়ালো ১ হাজার ৯শ’ ১০ জন। সুস্থ্য হয়েছে ১ হাজার ৭শ’ ৯৩ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৬২ জন।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশনে আছে ১০ জন ও হোম আইসোলেশনে আছে ৪৬ জন এবং রেফার্ড আছে ১ জন।

দর্শনা চেকপোস্ট চতুর্থ দিনে ৪ জনের করোনা পজেটিভ

বাংলাদেশ দূর্তাবাসের ছাড়পত্র নিয়ে দেশে ফিরেছে। তারা ব্যাঙ্গালুর ও ভেলোরে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বন্দর দিয়ে পাসপোর্টে ভারতে প্রবেশ করে। ২০ মে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধা সাড়ে ৬টার পর্যন্ত তারা ভারতের গেদে সীমান্তে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন শেষে দর্শনা জয়নগর সীমান্ত পথ দিয়ে দেশে প্রবেশ করে। দেশে প্রবেশের পর তাদের সবার করোনা পরীক্ষা সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে। পরীক্ষায় সকলেরই করোনা পরীক্ষা করা হলে চারজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

পরে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থায় তাকে চুয়াডাঙ্গা আইশোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। করোনা আক্রান্তরা হলেন দিনাজপুর জেলার সৈয়দপুর উপজেলার আব্দুল মান্নানের স্ত্রী নরূল নাহর,একই উপজেলার নূর ইসলামের স্ত্রী আরজিনা, গাইবান্ধা জেলার উত্তর গিদার গ্রামের সাইফুল ইসলামের স্ত্রী জান্নাতুল ইসলাম ও ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার কাশিনাথপুর গ্রামের কার্তিক মন্ডলের ছেলে পরিমল মন্ডল।

বাকি ১১৪ জনকে জেলার বিভিন্ন সরকারী বেসকারী কোয়ারান্টাইন ওয়ার্ডে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পুলিশ পাহারায় নেয়া হয়েছে। তাদের পাসপোর্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে জমা রাখা হয়েছে। এই নিয়ে ভারত থেকে গত তিনদিনে ভারতথেকে দর্শনা বন্দর দিয়ে ৩৩৪ জন দ্রর্তাবাসের অনুমতিপত্র নিয়ে দেশে ফিরেছে।২০২০ সালের ১৩ মার্স কারোনার পাদূর্ভাবরোধে সরকারী নির্দেশনায় দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াতে নিষিদ্ধ আরোপ করে সরকার।

১বছরেরও অধিক সময় পর চেকপোস্টের কার্যক্রম পূনরায় চালু করা হয়েছে । দর্শনা সীমান্তে করোনা পরীক্ষায় দামুড়হুদা উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ অমিত কুমার বিশ্বাসের নির্দেশনায় নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমটি ল্যাব প্যাথলজিস্ট আমজাদ হোসেন চঞ্চল, ও মামুন হোসেন।

ডাঃ অমিত কুমার বিশ্বাস জানান, ১১৮ জনের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ থাকাই তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টাইন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। এবং চারজনের শরীরে করোনার উপস্থিতি পাওয়ায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পাঠানো হয়েছে। দর্শনা ইমিগ্রেশন সুত্রে জানা গেছে, ভারতে আটকে পড়াদের মধ্যে দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে এপর্যন্ত ৩৩৪ জন দেশে প্রবেশ করেছে। এর আগে তারা ভারতীয় উপ-হাইকমিশন থেকে অনাপত্তিপত্র গ্রহন করে। পরে ভারতের নদীয়া জেলার গেদে চেকপোস্টে কাস্টমস ইমিগ্রেশন শেষে দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে দেশে প্রবেশ করে তারা।

দর্শনা চেকপোস্টে করোনা পরীক্ষা সহ সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিশেষ ব্যবস্থায় তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে ও চারজনের করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় তাকে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে পাঠানো হয়েছে। দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল আলীম জানান, ভারত থেকে ফেরত আসা সবাই চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়েছিল। এরপর করোনার লকডাউনের কারণে দেশের সীমান্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা ভারতে আটকা পড়ে। চারদিনে মোট ৩৩৪ জন দেশে ফিরেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফিরোজ হোসেন জানান, দেশে প্রবেশে পর তাদেরকে ১১৮ জনকে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থায় কোয়ারান্টাইনে ও ৪ জনকে করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ড চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দিনব্যাপি বন্দরের সকল কার্যক্রম তদারকিতে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফিরোজ হোসেন ও দামুড়হুদা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ ও দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহব্বুর রহমান কাজল।◌ে

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুই জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় আবারো ভয়াল করোনার ভাইরাসের থাবা। চুয়াডাঙ্গায় আছিয়া খাতুন (৬০) ও ভারত ফেরত চট্টগ্রাম জেলার উপজেলার পূর্ব মুরাদপুর গ্রামের রোকেয়া বেগম (৪৫) নামের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটা ও বেলা দুইটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. এসএসএম ফাতেহ্ আকরাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, দর্শনা চেকপোষ্ট দিয়ে আগত ভারতফেরত রোকেয়া বেগম
(৪৫) নামে এক রোগী কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। সদর হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রোকেয়া বেগম চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডু উপজেলার পূর্ব মুরাদপুর গ্রামের শহিদুল্লাহ’র স্ত্রী। তিনি গত ১৯ মে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোষ্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। চেকপোষ্টে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলে তার করোনা নেগেটিভ আসে।

এদিকে, গত ১২ মে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের শরিষাডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোশারেফ হোসেনের স্ত্রী আছিয়া খাতুন
(৬০) জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ১৬ মে নমুনা দিলে পরদিন পরীক্ষার ফলাফলে পজিটিভ আসে। বৃহস্পতিবার ২০ মে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিটে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মেহেরপুরে ৪ জন করোনায়

আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছে । করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ০৪ জন ,মেহেরপুরে সর্বমোট ২০টি ফলাফল এসেছে।

ভিন্নসূত্র: পাওয়া পজিটিভ দের পরিচয় মেহেরপুর সদর খোদা বিবি (৭৯), ও উম্মে সাদিকা(২৩) সাহেব নগর গাংনী,খাদেমা বেগম(৫৫)সাহেব নগর গাংনী,আসমা খাতুন (৩৮)সাহেব নগর গাংনী,

২৪ ঘণ্টায় ৩৬ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৪৫৭

কোভিড-১৯ এ বিপর্যস্ত বিশ্ব। কিছুতেই এই মহামারি থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। লাশের সারি বেড়ে বেড়ে পাহাড়সম হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত ১২ হাজার ২৮৪ জনের মৃত্যু হলো করোনায়।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ১৪৫৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। এতে মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ৮৫ হাজার ১৯৪ জনে।

এর আগে বুধবার ৩৯ জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদফতর। গত কয়েকদিনে মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসার পর বুধবার থেকে পরিসংখ্যান আবার বাড়া শুরু করেছে।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

মার্চের শেষ দিকে দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ জোরালো হয়। এরপর সংক্রমণ ও মৃত্যু দুই-ই বাড়তে থাকে। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে দেশে সর্বাত্মক লকডাউন চলছে।

মেহেরপুরে গত তিন দিনে ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

সাকিব রুদ্র

মেহেরপুরে গত তিন দিনে নতুন করে ১৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছে । গত ১৬ মে ২০২১ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ০৪ জন (সদর), ১৭ ই মে ২০২১ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ০৭ জন (সদর ৬ মুজিবনগর ১) এবং গতকাল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সংখ্যা ০৩। (সদর ২ মুজিবনগর ১)
মেহেরপুরে সর্বমোট নমুনা নেওয়া হয়েছে ৬৯৬৮টি।

সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৯৪৬টি
মেহেরপুরে সর্বমোট মৃত্যু ২০ সুস্থ ৮৩৬ ট্রানস্ফারড ৬৯ বর্তমানে মেহেরপুরে করনা ভইরাস পজিটিভ এর সংখ্যা ২৬ (সদর ১৬ গাংনী ৪ মুজিবনগর ৪) ১৪ ই মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৬
ভিন্নসূত্র: পাওয়া পজিটিভ দের পরিচয় মেহেরপুর শহর স্টেডিয়াম পাড়া লতিফা (২৮) ও জহুরা খাতুন (৫৫) মুজিবনগর উপজেলা শিবপুর গ্রামের রাশিদা খাতুন (৬৪)